সংবাদ

তারিখ 22 APR 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়তি জনবল নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা

বাকী বিল্লাহ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। এখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত কাঠামোর (অর্গানোগ্রামের) বাইরে কোন জনবল নিয়োগ করা যাবে না। গত ২০ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে শিক্ষা সচিব এবং দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির একান্ত সচিব বরাবরে এ নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

আদেশে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের অনুমোদন ক্রমে কেবল পূর্ব অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম বা জনবল কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত শূন্যপদে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত অর্গানোগ্রামের বাইরে কোন জনবল নিয়োগ করা যাবে না।

মঞ্জুরি কমিশনের বক্তব্য হচ্ছে, এ ধরনের দেশের কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গানোগ্রাম শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আইন-১৯৭৩ এবং সংশোধিত ১৯৯৮-এ দেশের

নিষেধাজ্ঞা : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৩

নিষেধাজ্ঞা : নিয়োগে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের দায়িত্ব কমিশনকে দেয়া হয়নি। তবে কোন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কর্মকর্তার অভাবে যদি শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের ব্যাঘাত সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দেয়, সেই ক্ষেত্রে পদ সৃষ্টি ও নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

সূত্র জানায়, মঞ্জুরি কমিশন এখন থেকে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষায় কড়াকড়ি আরোপ করবে। শুধু তাই নয়, যে কোন ধরনের যান গ্রহণ ও তা ব্যবহারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন নিতে হবে। এছাড়াও কমিশনের অনুমতি ছাড়া কোন বিভাগ খোলা ও শিক্ষার্থী গ্রহণযোগ্য হবে না বলে জানা গেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের উর্ধ্বতন সূত্র জানায়, নিয়মবহির্ভূত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন নিয়োগ আর দেবে না। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে দলীয় বিবেচনায় অনেক লোক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। খোলা হয়েছে নতুন নতুন বিভাগ। তা নিয়ে ব্যাপক অভিযোগ উঠেছে। এ কারণে বর্তমান সরকারের আমলে নতুন প্রশাসন কঠোর নিয়ম চালু করার পদক্ষেপ নিয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ-সমর্থক কিছু নেতাকর্মী নানাভাবে লোক নিয়োগে তদবির করছে। তারা তদবির-বাণিজ্য করার জন্য ইতোমধ্যে তালিকা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া ভিসির দায়িত্ব গ্রহণের পর কোন তদবির কাজে আসেনি। সম্প্রতি ভিসি প্রফেসর প্রাণ গোপাল দত্ত সংবাদকে জানিয়েছেন, তিনি নিয়মবহির্ভূত ভিত্তিতে কোন নিয়োগ দেবেন না